গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল
স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
এবং
ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ-এর
মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৯ - ৩০ জুন, ২০২০

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল
স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
এবং
ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ-এর

মধ্যে ২০১৯ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন ঃ

স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the performance of Special Branch, Bangladesh Police, Dhaka)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক ০৩ বছরের প্রধান অর্জনসমূহ (জানুয়ারি ২০১৬-২০১৯ অদ্যাবধি) ঃ

- বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি দল, খেলোয়াড়, সাংস্কৃতিক দল ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

  ২০১৬ সনে চীনের রাষ্ট্রপতি Mr. Xi Jinping, কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী Sheikh Jaber Al-Mubarak AL-Hamad AL-Sabah, Secretary of States of USA Mr. John Kerry, ২০১৭ সনে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রপতি Mr. Mahmud Abbas, শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি Mr. Maithripala Sirisena, পোপ ফ্রান্সিস এবং তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী Binali Yilpirim, ২০১৮ সনে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি Mr. Joko Widdo, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি Alain Berset, ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি Mr. Tran Dai Quang, থাইল্যান্ডের Princess Maha Chakri Sirindhorn, জাতিসংঘের মহাসচিব Mr. Antonio Guteres এবং বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট Mr. Jim Yong Kim এর বাংলাদেশ সফরকালে সফল ও নিখুঁতভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

  ২০১৬ সনে আফগানিস্তান, ইংল্যান্ড, ২০১৭ সনে অস্ট্রেলিয়া, ২০১৮ সনে শ্রীলংকা, জিম্বাবুয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর এবং ২০১৮ সনের বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার নিরাপত্তার দায়িত্ব সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

  ২০১৬ সনে GFMD সম্মেলন, ২০১৭ সনে ১৩৬তম আইপিইউ সম্মেলন এবং ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশন (CPA) এর সম্মেলন, ২০১৮ সনে BIMSTEC দেশসমূহের নিরাপত্তা সভা ও ওআইসি (OIC) সম্মেলনে সফল ও নিখুঁতভাবে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করা হয়েছে ।

- গত ৩০/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে, গত ০৯-০৪-২০১৮ তারিখ সরকারী চাকুরীতে কোটা সংস্কারের দাবীতে কোটা আন্দোলনের সূত্রপাত হলে এবং গত ২৯-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বিমানবন্দর সড়কের রমিজ উদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজের ২ জন ছাত্র সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যাওয়ায় ছাত্র আন্দোলন সংক্রান্ত এসবি সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য প্রদান পূর্বক অতি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে।

- স্বার্থান্বেষী জঙ্গিগোষ্ঠী কর্তৃক দেশের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, বুদ্ধিজীবী, ব্লগার, সাংবাদিক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপর প্রাণনাশের হুমকি, কেপিআই স্থাপনার উপর হামলা, গার্মেন্টস্ শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টি, বিভিন্ন দিবস-২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস, ধর্মীয়-পবিত্র ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, বিশ্ব ইজতেমা, মহররম, জন্মাষ্টমী, ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন, বৌদ্ধপূর্ণিমা, ০১লা বৈশাখ,

বইমেলা, মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বানিজ্য মেলা, থার্টি ফাস্ট নাইট, দূর্গা পূজা উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী এলাকার ২৩৫টি পূজা মন্ডপের নিরাপত্তা, পবিত্র আশুরা উপলক্ষে ঢাকা মহানগরীর হোসাইনী দালান ইমামবাড়া, বড় কাটারা ইমামবাড়াসহ তাজিয়া মিছিল ও সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তা, ঢাকা মহানগর এলাকায় বিভিন্ন থানায় নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত জঙ্গি মামলার মাসিক হালনাগাদ প্রতিবেদন, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার ও ঢাকা কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক জঙ্গিদের সাথে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের তথ্যাদি, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ পূর্বক নিরাপত্তার বিষয়ে এসবি ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- দেশের আন্তর্জাতিক বিমান, সমুদ্র ও স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে ট্রাভেল ডকুমেন্ট যাচাইয়ের মাধ্যমে গত ২০১৬ সালে ১,১৭,৪৪,৮৮৯ জন; ২০১৭ সালে ১,৪০,৭৫,৪৮৩ জন এবং ২০১৮ সালে ১,৪৫,২০,২৮৬ জন দেশী-বিদেশী যাত্রীদের আগমনী ও বহির্গমন ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করত ভ্রমণ ডাটাবেইজে সংরক্ষণ, সন্দিগ্ধ যাত্রীদের কাগজ-পত্র যাচাইপূর্বক গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ মানব পাচারকারী, নকল পাসপোর্টধারী ও ভিসা জালিয়াতির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং FTF (Foreign Terrorist Fighter) ও কালো তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের বাংলাদেশে প্রবেশরোধ এবং বহির্গমণ রোধে এসবি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।
- পাসপোর্ট আবেদন-প্রার্থীদের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং অপরাধ রেকর্ড যাচাইপূর্বক পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা হয়েছে । গত ২০১৬ সালে ২,০৪,৯৭৭ টি, ২০১৭ সালে ১,৯২,৬০১ টি ও ২০১৮ সালে ১,৮৩,০২৩ টি পাসপোর্ট সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশিদের বৈধ করনের নিমিত্তে অনলাইনে দাখিলকৃত ৯৯৯টি পাসপোর্ট আবেদন দ্রুততম সময়ে পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩৬তম বিসিএস প্রার্থী ২৩০৩ জন, ৩৭তম বিসিএস প্রার্থী ১৩১৩ জন, একটি বাড়ি একটি খামাড় প্রকল্পের চাকুরীপ্রার্থী ৮,৭৯৫ জন, সিনিয়র স্টাফ নার্স ৯,৫৯৮, মিডওয়াইফ নার্স ৫৫০ জন, সহকারী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৩ জন, সাব জেলার ৪৫ জন সহ বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৩৪,৮৭৬ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা হয়েছে । এছাড়া সরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের বদলী, পদায়ন ও পদোন্নতির ভেটিং, কেপিআইতে নিযুক্ত কর্মকর্তা, সিআইপি মনোনয়ন ও গুরুত্বপূর্ন ঠিকাদারদের ভেটিং সম্পন্ন করা হয়।
- স্পেশাল ব্রাঞ্চ তথা বাংলাদেশ পুলিশের গোয়েন্দা কার্যক্রমে ইমিগ্রেশন সহ বিভিন্ন বিষয়ে সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ০৩ বছরে ৫২ টি কোর্সে ১৮০ টি ব্যাচে সর্বমোট ৫০৬৭ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

- এসবি'র সকল পদমর্যাদার সদস্যদের ব্যারাকস্ ও আবাসন সংকট।
- জনবল ও যানবাহনের সংখ্যার স্বল্পতা।
- এসবি'র অফিসার/ফোর্সের স্বল্প পোশাক ভাতা।
- পাসপোর্ট ও বিভিন্ন সার্ভিস ভেরিফিকেশন (সরকারি, বেসরকারি, সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরিপ্রার্থিদের ভেরিফিকেশন, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি, দেশী বিদেশী এনজিও/সংস্থার ছাড়পত্র, অর্থ ছাড়, দত্তক, বিদেশের কারাগারে আটক বাংলাদেশিদের পিসিপিআর যাচাই) ইত্যাদির জন্য অনুসন্ধান ভাতা বরাদ্দ না থাকা।
- দেশী বিদেশী প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

- স্পেশাল ব্রাঞ্চকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ পুলিশের বিদ্যমান ও নবসৃষ্ট সকল ইউনিটে 'Intelligence Wing' সৃজনের মাধ্যমে একটি কার্যকর গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক চালু ও বিস্তৃত করা;
- স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক পুলিশের বিদ্যমান ও নবসৃষ্ট সকল ইউনিটের 'Intelligence Wing' হতে সকল তথ্য সংগ্রহকরণ;
- স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক প্রাপ্ত সকল গোয়েন্দা তথ্যকে পরবর্তী ব্যবহারের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ এবং শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে তথ্য-ভান্ডার সৃষ্টি;
- Extremism and Transnational crime প্রতিরোধে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরাপদ গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় করা;
- থানা পর্যায়ে 'ইন্সপেক্টর ইন্টেলিজেন্স' নামে পদ সৃজনের মাধ্যমে মাঠ-পর্যায়ে গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনা প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- বাস্তবমুখী ও বাস্তবায়নযোগ্য প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরীর মাধ্যমে গোয়েন্দা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সদস্যের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- রাজনৈতিক এবং অভ্যন্তরীন গোয়েন্দা কার্যক্রম পেশাদারিত্বের সাথে সম্পন্ন করা;
- গোয়েন্দা কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্পন্নের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং বিদেশী অতি-গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদদের নিরাপত্তা বিধানে আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সংযোজন; এছাড়া ভিভিআইপি অনুষ্ঠান আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সমৃদ্ধ এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্র/ভেটিং, নিরাপত্তা পাস ইস্যু, সার্ভিলেন্স, সুইপিং ও এ্যাক্সেস কন্ট্রোলসহ শাখার কার্যক্রম গতিশীল ও পূর্ণ ডিজিটালাইজেশন করা;
- এসবি'র গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য এসবি আর্কাইভস্ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- এসবি সদস্যদের ব্যারাকস্ ও আবাসন সংকট, যানবাহনের অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত জনবল ইত্যাদি সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ;
- কেপিআই সমূহের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করণ ও বলবৎ রাখা এবং কেপিআই নিরাপত্তার জন্য পৃথক পুলিশ ইউনিট গঠন।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

৮.২ জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ছকের অনুক্রম) ঃ

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতার পরিবারের সদস্য, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা দায়িত্ব পালনে এসবির প্রটেকশন শাখার সদস্যগণ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যে সম্ভাব্য ২৪,০৯,৬৮০ কর্মঘন্টা ব্যয়।
- জঙ্গিগোষ্ঠী, যুদ্ধাপরাধী, সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল, জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব, দেশী-বিদেশী ভিভিআইপি ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ক্রীড়া, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সংক্রান্তে ঝুঁকি মূল্যায়ন, নিরীক্ষণ ও অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা ডিউটি সম্পাদনে সম্ভাব্য ব্যয়িত সময় ২৩,১০,২৪০ কর্মঘন্টা।

- দেশের সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, স্থানীয় নির্বাচনসহ ও অন্যান্য নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আগাম তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবহিত করা এবং আইন শৃংখলা কাজে সহায়তা প্রদান।
- দেশে বিদ্যমান ৫৩৩ টি কেপিআই বিধি মোতাবেক পরিদর্শন ও জরিপপূর্বক ও নিরাপত্তার সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং কেপিআই শাখা কর্তৃক কেপিআই স্থাপনা পরিদর্শন ও সার্ভে করার জন্য সম্ভাব্য ১,৮০,৫০০ কর্মঘন্টা ব্যয়।

১.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ছকের অনুক্রম) ঃ

- এসবি'র গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামোতে মঞ্জুরিকৃত/বিদ্যমান ৫৪৪০ জনবলের অতিরিক্ত অত্যাবশ্যকীয় ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মঞ্জুরির জন্য নতুন ভাবে আরও ৭২৯ জনবলের প্রস্তাব প্রেরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে এসবি ট্রেনিং স্কুল কর্তৃক সম্ভাব্য ২৫০০ জন পুলিশ কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১.৮ সেবা মূলক কর্মকান্ড (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ছকের অনুক্রম) ঃ

- দেশের সকল বিমান বন্দর, স্থল বন্দর ও সমুদ্র বন্দর ইমিগ্রেশন চেক পোস্টের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী প্রায় ১,৬৩,২৮,৫৫২ জন নাগরিকের ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করা।
- সম্ভাব্য ২ লক্ষ পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা।
- সার্ভিস ভেরিফিকেশন শাখা কর্তৃক সম্ভাব্য ৪৩,০০০ চাকুরী প্রার্থীর ভেরিফিকেশন সম্পাদন করা।
- চাকুরীরত কর্মকর্তাদের সম্ভাব্য ১১৫০ জনের ভেটিং সম্পাদনে সম্ভাব্য ব্যয়িত সময় ১৫৩৬০ কর্মঘন্টা
- নগর বিশেষ শাখা, ঢাকা কর্তৃক সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী প্রার্থী ভিআর, চাকুরী প্রার্থীদের ভেটিং, হজ্জ গমনেচ্ছুদের ভিআরসহ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে যাবতীয় অনুসন্ধানের কার্যক্রম সম্পাদনে সম্ভাব্য ব্যয়িত সময়-১১৫৫০০ কর্মঘন্টা।
- এসসিও শাখা কর্তৃক সম্ভাব্য ৯০১২ জন বিদেশী নাগরিক নিরাপত্তা ছাড়পত্র, ১৬৯৫০ জনের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি, ১৫৫৮ জনের দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদান, ১৫টি লিয়াজোঁ/ব্রাঞ্চ সংক্রান্ত, ৩৬ জনকে দত্তক প্রদান সংক্রান্ত, ১৩৮২১ জন ভারত ও পাকিস্তান নাগরিককে রেজিস্ট্রেশন এবং ৪৫৯০ জন বিদেশী বিবিধ সেবা প্রদান।

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions) ঃ

১.১ রূপকল্প (Vision)ঃ

দেশের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে এমন সকল দেশী ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং নাশকতামূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করণের মাধ্যমে দেশকে নিরাপদ রাখা ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা পালন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)ঃ

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ঃ

ক) প্রতিপক্ষের অভিপ্রায়, পরিকল্পনা ও সামর্থ সম্পর্কে আগাম তথ্য সংগ্রহ করতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ইন্টেলিজেন্স পৌছে দেওয়া।

খ) সকল ঘটনা যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত নীতি নির্ধারকদের হুমকি ও হুমকি মোকাবেলার কৌশল অবহিত করা।

গ) বিদেশী দূতাবাস, কূটনৈতিক মিশন, এনজিও এবং বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার নামে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে নিবিড় পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও নজরদারীর মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ডের আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতঃ সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)ঃ

নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ ও যথাসময়ে সরকারকে সরবরাহের মাধ্যমে স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি।

১.৩.১ এসবির কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)ঃ

(ক) নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন, জননিরাপত্তা, স্থিতিশীল সরকার ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ।

(খ) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী নাগরিকদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা জোরদার করণ।

(গ) দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

(১) দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করন।

(২) কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি।

(৩) আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলী (Functions)ঃ

১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে কার্য সম্পাদন এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত সকল বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পাদন ও সুপারিশ প্রদান।

২। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি অবনতি করে এরূপ কার্যকলাপ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর কার্যাবলী সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ, যাচাই ও প্রয়োজনীয় প্রতি-ব্যবস্থার সম্পর্কে নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

৩। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, কৃষক-শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র আন্দোলন এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রতিবিধানকল্পে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

৪। সকল উগ্র ও জঙ্গিবাদী সংগঠন সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং এ সম্পর্কে তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ;

৫। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দৈনন্দিন প্রতিবেদন, সাপ্তাহিক গোপনীয় প্রতিবেদন, সাপ্তাহিক অতি গোপনীয় প্রতিবেদন, পুলিশ খবরের সংক্ষিপ্তসার, রাজনৈতিক দলের অর্ধবার্ষিকী পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রভৃতি প্রণয়ন ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে প্রেরণ;

৬। সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি চাকরি প্রার্থিদের ভেরিফিকেশন;

৭। পাসপোর্ট, ভিসা, নাগরিকত্ব, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স প্রার্থিদের ভেরিফিকেশন;

৮। সকল পর্যায়ের নিরাপত্তা পরীক্ষণ (Security Vetting);

৯। বিদেশী নাগরিক, কূটনৈতিক মিশন, বিদেশী সাংবাদিক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, বিদেশী ধর্মীয় মিশন প্রভৃতির কার্যাবলী ও তৎপরতা পর্যবেক্ষণ; বিদেশী নাগরিকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, অবাঞ্চিত বিদেশী নাগরিকদের নির্বাসন ও বহিঃ সমর্পণ এবং দেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম; দেশের হোটেল সমূহে অবস্থানরত বিদেশীদের কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণ, অবাঞ্চিত বিদেশীদের নাম কালো তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা করা;

১০। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী রাজনৈতিক অপরাধ সমূহের প্রতি-ব্যবস্থা গ্রহণ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে রাজনৈতিক সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের আটককরণ;

১১। দেশী এবং বিদেশী অতি গুরুত্বপূর্ণ/গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্ররক্ষা;

১২। কেপিআই ও অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাপনা সমুহের জরিপ, পরিদর্শন এবং সেগুলোর নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান;

১৩। রাজনৈতিক সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ; রাজনৈতিক ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের চিঠি পত্রাদি বিবাচন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর চিঠিপত্র আটক (Interception), রাজনৈতিক সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের তল্লাশী, গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ;

১৪। সীমান্তে উত্তেজনা বিষয়ক সংবাদ এবং সীমান্তবর্তী বিরোধী ভাবাপন্নদের রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপ ও গতিবিধি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ;

১৫। উপজাতীয় বিষয়ে গোয়েন্দা সংবাদ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ;

১৬। ইন্টেলিজেন্স রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;

১৭। রাজনৈতিক দল সমূহের সভা-সমিতিতে বক্তাদের বক্তৃতা রেকর্ড করা এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের দায়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

১৮। প্রতি-গোয়েন্দা ব্যবস্থা গ্রহণ (Counter Intelligence Measures);

১৯। দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত বিরূপ বিদেশী এজেন্সিসমূহের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ ও গোয়েন্দাবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতি-ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২০। স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও ডিস্ট্রিক্ট স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

২১। স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিস, অফিস ভবন এবং অফিস রেকর্ড এর নিরাপত্তা বিধান;

২২। অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা;

২৩। সামরিক স্বার্থে সামরিক বাহিনীকে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করা;

২৪। রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কীয় তথ্যের সূচীকরণ (Indexing), তথ্য যাচাই, সংরক্ষণ ও সংকলন;

২৫। দেশী এবং বিদেশী নাগরিকদের আগমন/বহিরাগমন এর উপর নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দেশের স্থল সীমান্তবর্তী ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, সামুদ্রিক বন্দরে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এর ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা;

২৬। আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থাকে (ইন্টারপোল) সহায়তা দান;

২৭। নন-গভর্ণমেন্ট অর্গানাইজেশন (NGO) (দেশী/বিদেশী) সমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিকরণ ও বাজেট অনুমোদন সম্পর্কে সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

২৮। বিদেশী কূটনৈতিক মিশন সমূহের নিরাপত্তা সংক্রান্তে গোয়েন্দা তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;

২৯। বাংলাদেশে চাকরিরত বিদেশী নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট প্রদান এর জন্য ছাড়পত্র প্রদান;

৩০। জনশক্তি রপ্তানী কারক বাংলাদেশী এজেন্টদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও তাদের অবৈধ কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

৩১। বাংলাদেশ সরকারের সাথে বিদেশী রাষ্ট্রের চুক্তি সম্পর্কে মতামত প্রদান;

৩২। TFI সেল পরিচালনা, তথ্য সংগ্রহ এবং এ সংক্রান্তে কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

৩৩। অর্থনৈতিক অপরাধ, মানি লন্ডারিং কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

৩৪। বিদেশী সাংস্কৃতিক দলের/ব্যক্তির কার্যক্রম মনিটর করা;

৩৫। দেশী-বিদেশী মিডিয়ার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং তাদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারকে তথ্য প্রদান;

৩৬। নিরাপত্তা ও ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে গবেষণা ও বিশ্লেষণ;

৩৭। সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকরণ ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

৩৮। সীমান্ত দিয়ে বিদেশী ও রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদক ও মানব পাচার নিয়ন্ত্রণ এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর অপ-তৎপরতা রোধকল্পে চেকপোষ্টে অগ্রীম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও নিরাপত্তা নজরদারীর কার্যক্রম পরিচালনা করা।

আমি, মীর শহীদুল ইসলাম, বিপিএম(বার), পিপিএম, এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব ।

আমি, ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার), ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা এ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিতঃ

.... ২০.০৬.২০১৮

(মীর শহীদুল ইসলাম, বিপিএম(বার), পিপিএম)
এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল,
স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

তারিখ

.... ২০.০৬.১৮

(ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার)
ইন্সপেক্টর জেনারেল,
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

তারিখ